শিক্ষার্থীদের রাজনীতি-সচেতন হতে হবে

সারজিস আলম, সভাপতি, জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশন

ডেমরা (ঢাকা) প্রতিনিধি
০৫ নভেম্বর ২০২৪, ১২:০০ এএম

জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশনের সভাপতি ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম কেন্দ্রীয় সমন্বয়ক সারজিস আলম বলেছেন, শিক্ষার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের আরও বেশি সচেতন হতে হবে। এ ছাড়া আমরা যদি আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে একটি সুন্দর ও সুশৃঙ্খল বাংলাদেশ উপহার দিতে চাই, তাহলে

UNIBOTS

শিক্ষাব্যবস্থার পরিকল্পিত উন্নয়ন করতে হবে। এ ক্ষেত্রে ধর্মীয় শিক্ষার দিকেও বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। কারণ ধর্মীয় মূল্যবোধ, পারিবারিক ও সামাজিক শিক্ষাসহ সব প্রকার শিক্ষাব্যবস্থা বিনষ্ট করতে দেশ ও দেশের বাইরে থাকা একটি গোষ্ঠী ষড়যন্ত্র করে চলেছে। তাই শিক্ষার্থীদের মাঝে ধর্মীয় মূল্যবোধ জাগ্রত করে সবাইকে সজাগ ও ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। অন্যথায় ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনার মতো আমাদেরও একসময় দেশ ছেড়ে পালাতে হবে।

গতকাল সোমবার দুপুরে ডেমরার ঐহিত্যবাহী ও স্বনামধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দারুন্নাজাত সিদ্দিকিয়া কামিল মাদ্রাসা পরিদর্শন, শিক্ষার্থী ও শহীদ পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাতে এসে এসব কথা বলেন সারজিস।

এ সময় সারজিস আলম আরও বলেন, জুলাই-আগস্ট বিপ্লব ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে আন্দোলনকারীরা ন্যায়ের পক্ষে কাজ করেছে বলে তাদের কখনই বিভাজিত করা যাবে না। তার পরও বাংলাদেশের ভেতরে ও বাইরে যে শক্তিশালী অপগোষ্ঠী রয়েছে, তারা প্রতিনিয়ত আমাদের বিভাজিত করতে চায়। ওরা নিজেদের মুখোমুখি আমাদের দাঁড় করাতে চায়। তাই তাদের বিরুদ্ধে এখনই আমাদের সোচ্চার হয়ে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। আর শহীদ পরিবারের পাশে সবসময় থাকবে বাংলাদেশ।

সারজিস বলেন, আওয়ামী চক্রান্ত বিগত ১৬ বছর ধরেই ছিল, এখনও আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। এ ২৪-এর অভ্যুত্থানে সব স্বৈরাচারের পতন হয়েছে শিক্ষার্থীদের জন্য। তাই শিক্ষার্থীরা কোনোভাবেই যেন রাজনৈতিকভাবে কলূষিত না হয়। সত্য ও ন্যায়ের পথে আমরণ থাকতে হবে শিক্ষার্থীদের।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কেন্দ্রীয় সমন্বয়ক তরিকুল ইসলাম, হাবিবুর রহমান, জিম, মিতু, ডিএসসিসির ৬৭নং ওয়ার্ডের সদ্য সাবেক কাউন্সিলর ইবরাহীম, দারুন্নাজাত সিদ্দিকিয়া কামিল মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল আ খ ম আবুবকর সিদ্দিক, শামসুল হক খান স্কুল অ্যান্ড কলেজের প্রিন্সিপাল ড. মাহবুবুর রহমান মোল্লা, ড. মাহবুবুর রহমান মোল্লা কলেজের অধ্যক্ষ ওবায়দুল্লাহ নয়ন, গ্রিন ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থী মো. মাহবুবুর রহমান, শিক্ষার্থী রেদওয়ান, শামীম ও সোলায়মান প্রমুখ।